সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2013
১ ৬ কলাম ১

ঢাকা : রোববার ১৪ মাঘ ১৪১৯
Dhaka : Sunday 27 January 2013

সম্পাদকীয়

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে ইউজিসির কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে

সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার ২০০৯-এ ২৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর। প্রায় এক ডজন বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ উন্নয়ন, গবেষণার পরিসর বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তির সমাবেশ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি যুগোপযোগী করতেই উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু সহযোগী একটি দৈনিক শনিবার জানিয়েছে, গত চার বছরে এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। বরং বরাদ্দের একটি বড় অংশই অলস পড়ে আছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেছেন প্রকল্পের কাজ ৭০ শতাংশের মতো শেষ হয়েছে। আর প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন ৪৬ শতাংশের কথা। হিসাবের বড় আকারের এই গরমিল কেন সহযোগী দৈনিক থেকে তা জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, গোটা প্রকল্পের অর্থায়ন করেছে বিশ্বব্যাংক। ২০০৯ সাল থেকেই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। শেষ হওয়ার কথা ছিল চলতি বছরের এপ্রিলের মধ্যে। সুতরাং অগ্রগতির এই হার ইউজিসির কর্মদক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নিঃসন্দেহে।

যতদূর জানা যায়, এটি ছিল একটি মহাপরিকল্পনা। গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্ভাবন ক্ষমতা বাড়ানো। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসির সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে অনলাইনে যোগাযোগ বাড়ানোসহ শিক্ষামূলক তথ্যের আদান-প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়নই ছিল এই মহাপরিকল্পনার অংশ। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউজিসির এতদূর পিছিয়ে থাকাটা প্রত্যাশিত নয়। শুধু তাই নয়, এই বিলম্ব প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন নিয়েই শঙ্কা দেখা দিয়েছে এখন। চলতি বছরের এপ্রিলে শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পের এখন বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৪৬ শতাংশ। সুতরাং প্রকল্প বাস্তবায়নের এই মন্থরগতি প্রকল্প ব্যয়কেই বাড়িয়ে দেবে। ইউজিসি চেয়ারম্যান মুখে যতই বলুন, বিশ্বব্যাংকের বেঁধে দেয়া সময়ের ভেতরে ৮০ শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন। এটি অতিকথন ছাড়া আর কিছুই নয়। যা পারলেন না চার বছরে এখন করে ফেলবেন আগামী তিন মাসের মধ্যে তা বিশ্বাসযোগ্য হয় কী করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের গুণগত মান নিয়ে খবর অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ভাবনও হয়েছে। তবে প্রশ্ন, এর পরেও কেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি হচ্ছে না।

গোটা বিষয়টিই কোনরকম বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপার নয়। প্রকল্পে অর্থ ছাড়েরও সীমাবদ্ধতা ছিল না। ইউজিসির একমাত্র কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং লোকবলের অদক্ষতাই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। এখানে যথার্থ মনিটরিংও হয়নি। ইউজিসি কী তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের আর পাঁচটা বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে গেল। ওখানে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়। ইউজিসির এই ঢিমেতেতালার দায়ভার কাদের ওপর চাপানো যাবে।

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে একটি শুভ সূচনা। সুতরাং এর বাস্তবায়ন দ্রুত হওয়া দরকার এবং বাস্তবায়নের গুণগত মানও অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। ইউজিসির কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দ্রুত দূর করে প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়নের কাজে এগিয়ে যেতে হবে।